পরীক্ষায় ফুল হয়ে অংশ নিল শহীদ আহনাফ

১৮ আগস্ট, ২০২৪
২২:৩০

শেয়ার

অ +

অ -

কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে রাজধানীর বিএএফ শাহীন কলেজের একাদশ শ্রেণির স্থগিত পরীক্ষা রবিবার থেকে শুরু হয়েছে। এ দিন সব শিক্ষার্থীর সঙ্গে পরীক্ষায় বসার কথা ছিল শাফিক উদ্দিন আহমেদ আহনাফের (১৭)। কিন্তু গত ৪ আগস্ট মিরপুর-১ নম্বরে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গুলিতে মারা যায় সে।

রবিবার আহনাফের সহপাঠীরা যখন কলেজের পরীক্ষার হলে নিজ নিজ আসনে বসেছিল, তখন তার আসনটি ছিল ফাঁকা।

পরে আহনাফের স্মরণে একটি ফুলের তোড়া শূন্য আসনটিতে রাখেন শিক্ষকরা। তোড়াটির পাশে সাদা কাগজে লেখা ছিল আহনাফের নাম।

আহনাফ বিএএফ শাহীন কলেজের একাদশ শ্রেণির ব্যবসা শিক্ষা বিভাগের ছাত্র ছিল। আন্দোলনে গুলি তার বুকের ডাক দিক দিয়ে ঢুকে অপর পাশ দিয়ে বের হয়ে যায়।

কলেজের শিক্ষকেরা জানান, গত ২ জুলাই কলেজে একাদশ শ্রেণির চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হয়। তিনটি পরীক্ষা হওয়ার পর কোটা সংস্কার আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে বিক্ষোভ-সংঘাতে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। স্থগিত পরীক্ষা আজ নেওয়া শুরু হয়েছে।

বিএএফ শাহীন কলেজের উপাধ্যক্ষ শাকিলা নার্গিস বলেন, শিক্ষকদের মনে হয়েছে, আহনাফের স্মরণে কিছু করা দরকার। তার প্রতি ভালোবাসা থেকে শূন্য আসনটিতে কলেজের পক্ষ থেকে ফুল রাখা হয়েছে।

তিনি জানান, গত সপ্তাহে কলেজের প্রাত্যহিক সমাবেশে (অ্যাসেম্বলি) আহনাফের কথা স্মরণ করে দোয়া পাঠ করা হয়। কলেজের ফটকেও তার নামে ব্যানার ঝোলানো হয়েছে। নিহত আহনাফসহ এই কলেজের যেসব শিক্ষার্থী আন্দোলনে অংশ নিয়ে আহত হয়েছে, তাদের জন্য ২০ আগস্ট কলেজে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

আহনাফের পরিবার রাজধানীর মিরপুর-১ নম্বরের কাছে মধ্য পাইকপাড়া এলাকায় বাস করে। সে স্থানীয় মডেল একাডেমি স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছিল। এরপর মিরপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় থেকে এসএসসি পাস করে বিএএফ শাহীন কলেজে ভর্তি হয়। আহনাফ নিহত হওয়ার পর মডেল একাডেমি স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের খেলার মাঠটিকে ‘শহীদ আহনাফ খেলার মাঠ’ হিসেবে নামকরণ করেছে।

আহনাফের বাবা নাসির উদ্দিন আহমেদ ও মা সাফাক সিদ্দিকী। তাদের দুই ছেলের মধ্যে আহনাফ ছিল বড়। ছোট ছেলে ইফতেখার উদ্দিন আহমেদ ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে।

আহনাফের বাবা নাসির উদ্দিন আহমেদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার ছেলের শূন্য আসনে ফুলের তোড়ার ছবিটি অনেকে ‘শেয়ার’ করেছেন। আহনাফের মা সে কথা তাকে জানান। এর পর থেকে আহনাফের মা শুধুই কাঁদছেন। বারবারই বলছেন, ‘আজ আমার ছেলেটার পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল।’

আহনাফ ও তার মা সাফাক সিদ্দিকীর জন্মতারিখ একই দিনে, ১৩ অক্টোবর। আহনাফের বাবা নাসির উদ্দিন বলছিলেন, ‘আসছে অক্টোবরে ১৮ বছরে পড়বে বলে আহনাফের অনেক উচ্ছ্বাস ছিল। খালি বলত, এবার আমি জাতীয় পরিচয়পত্র পাব।

কথাটি বলতে গিয়ে কাঁদতে শুরু করেন নাসির উদ্দিন। তিনি বলেন, ‘কথা ছিল ছেলের জাতীয় পরিচয়পত্র নিতে যাব। আর আমি নিয়ে এলাম ছেলের মৃত্যুসনদ!’